গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৯ ডিসেম্বর ২০২২ ও বেলা ১১.০০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয় এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্বের মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতি দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব মোঃ আবদুর রহমান বিগত ২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতির সবগুলি বাস্তবায়িত।

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখার উপসচিব সভায় জানান যে, (ক) অভীষ্ঠ-১৪ এর বেইজ লাইন ডাটা প্রণয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে ১৪-১৫ ডিসেম্বর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। (খ) GED কর্তৃক SDG Revised Action Plan প্রণয়নের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/ যুগ্মসচিব (সকল)/ সকল সংস্থা প্রধান
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • ''হাওর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পে জনবল অনুমোদন এবং যাচাই-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • পরিকল্পনা কমিশনের অনুশাসন অনুযায়ী নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **বিএফআরআইঃ** হাওড় ও বিলে আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য বিএফআরআই হতে 'কিশোরগঞ্জ জেলায় হাওর মৎস্য গবেষণা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বিল মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্পের উপর গত	বিএফআরআই হাওরে Species Spreading নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই

		২৯.০৮.২০২১ ইং তারিখে PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি ২৯.০৯.২০২২ ইং তারিখ পুর্ণগঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন সাপেক্ষে হাওর ও বিলের মাছের জীববৈচিত্র সংরক্ষণ গবেষণাসহ অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।		
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের নভেম্বর ২০২২ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট ১,৪৩৮.৬৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ৩৯৬.০০ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০২১ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট ১৫৫২.৪০২ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ২৮৫.০৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের লট ও প্রক্রিয়াজাত করাখানা পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন রাসায়নিক ও জীবাণু পরীক্ষণ সম্পন্ন করে রপ্তানিতব্য পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের Fish Conservation বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বর্ণিত কার্যক্রমটির যথাযথভাবে সংস্থান রেখে গৃহীতব্য প্রকল্পগুলো হলো: • অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প; • হাওর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়); • হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়); • খরা প্রবণ, বরেন্দ্র অঞ্চল ও নিমগাছী এলাকার জলাশয়সমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প। উল্লিখিত প্রকল্পসমূহে কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, আবাসস্থল উন্নয়ন, বিল নার্সারি স্থাপন, ফিশ ব্রিডিং এন্ড নার্সারি গ্রাউন্ড স্থাপন, মৎস্য আইন বাস্তবায়ন, স্থানীয় কমিউনিটি গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংস্থান রাখা হয়েছে।	(ক) রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মৎস্য রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। (গ) জরুরি ভিত্তিতে Fish Conservation-এর বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
		মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সৌদি আরবে মাংস রপ্তানি পুনরায় শুরু করার জন্য এ্যাক্রিডিটেশন ও ISO সার্টিফাইড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি প্রেতিষ্ঠা হয়েছে। Central Disease Investigation Laboratory (CDIL) ও Field Disease Investigation Laboratory (FDIL) সমূহ FMD রোগ সনাক্তকরণ ও Sero-surveillence সক্ষমতা অর্জন করেছে। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণে ডিজিজ ফ্রি জোনসহ সৌদি আরব প্রত্যাশিত অন্যন্য কমপ্লায়েন্স অর্জনে কার্যক্রম চলমান আছে।		
৪.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের লট ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন রাসায়নিক ও জীবাণু পরীক্ষণ সম্পন্ন করে রপ্তানিতব্য পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়। • চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের নভেম্বর ২০২২ মাস পর্যন্ত মোট ২৮,৮৯২.৬৭ মে.টন হিমায়িত মাছ, বরফায়িত মাছ, চিংড়ি ও	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য এবং মাংসের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত	অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য/ পরিকল্পনা/ প্রাস) চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য

	অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।	মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২২০.১৪ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরের নভেম্বর ২০২১ মাস পর্যন্ত মোট ৩৪,৫৫৭.৯০ মে.টন হিমায়িত মাছ, বরফায়িত মাছ, চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২৮৭.২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৭৪,০৪২.৬৭ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৫৫৫.৫১ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে । • ২০২২-২৩ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০২২ মাস পর্যন্ত ১২৪৪.০০ মে.টন উপযাত দ্রব্য রপ্তানি করে ১.৬৪ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরের নভেম্বর ২০২১ মাস পর্যন্ত মোট ১,৩১২.৪৪ মে.টন উপযাত দ্রব্য রপ্তানি করে ১.৭৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৩,৪০৭.৭০ মে.টন উপজাত দ্রব্য (ফিস মস, ফিস স্কেল ও চিংড়ির খোসা) রপ্তানি করে ৮.৬১ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সভায় জানান যে, কাপ্তাই লেক, উপকূলীয় ও হাওর অঞ্চলে আহরিত মৎস্যের আহরণোত্তর অপচয় হ্রাস করে রপ্তানির জন্য গুণগত মানসম্পন্ন মাছের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের আওতাধীন ০২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে রপ্তানীযোগ্য মাছের সংরক্ষণ ও হিমায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এতে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যসম্মত মাছের সরবরাহ নিশ্চিত হয়, তেমনি গুণগত মানসম্পন্ন মাছ রপ্তানির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সমৃদ্ধ হচ্ছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে উঠা কুয়েত ও মালদ্বীপের মার্কেটে মাংস রপ্তানি অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি উক্ত কার্যক্রম বিস্তৃতকরণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের সাথে ফরেন অফিস কনসালটেশন, জয়েন্ট ভেনচার প্রস্তাব ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।	অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫.	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করে গবাদিপশুর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দেশব্যাপী ৫,২২৬ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ও পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কভারেজ ৫৬% এ উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরেরে নভেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত মোট ১৯.৪১ লক্ষ ডোজ তরল এবং হিমায়িত সিমেন উৎপাদনের মাধমে ১৬.৪৪ লক্ষ কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সময়ে ৬.৬২ লক্ষ বাচ্চা জন্ম নিয়েছে। একইসাথে, উচ্চ জেনেটিক মেরিট সম্পন্ন বুলের সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করানোর উদ্দেশ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের নভেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত ২৪ টি সুপিরিয়র কেনিডিডেট বুল উৎপাদিত হয়েছে। গাভী ও মহিষের জাত উন্নয়নে অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে “কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন” (৩য় পর্যায়) ও “মহিষ উন্নয়ন” (২য় পর্যায়) নামে দুটি প্রকল্প চলমান আছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, মহিষের ১১ টি প্রকল্প এলাকায় খামারী পর্যায়ে মোট ৪৮,৫৫১ টি মহিষ সনাক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৫০ জন করে মোট ৫৫০ মহিষ পালনকারী খামারীকে বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	ক) উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে। খ) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সময় নির্ধারণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/প্রাস) /মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই

		প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত খামারীদের দেশী মহিষের জাত উন্নয়নে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহিষ ট্যাগিং (৩,১৯৩ টি মহিষ), হার্ডবুকে তথ্য সংরক্ষণ (৭০৩টি মহিষ), নির্বাচিত খামারীদের মহিষে কৃমিনাশক (৭২৬৫ টি মহিষ) ও টিকা প্রদান (১৪,৩৯৪ টি মহিষ) করা হচ্ছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগী ৫৯ জন খামারীর জমিতে উন্নত জাতের ফডার চাষ করা হয়েছে। মহিষ পালনে প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে ১০ টি ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বকনা মহিষের ২২-২৪ মাস বয়সে হিটে আসা নিশ্চিতকরণে খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, রোটেশনাল গ্রেজিং সিস্টেম, কমিউনিটিভিত্তিক মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ, জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং মহিষের রোগ বিস্তার ও চিকিৎসা কৌশল উন্নয়ন।		
৬.	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে আহরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৩ (তিন)টি লং লাইন পদ্ধতির জলযান (ফিশিং বোট, ফিশিং গিয়ারসহ) ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • জয়েন্ট ভেঞ্চারে টুনা ও টুনাজাতীয় (Pelagic) মৎস্য আহরণের নিমিত্ত ইনফিনিটি মেরিটাইম রিসোর্স এন্ড রবুটিক্স টেকনোলজি লিঃ এর অনুকূলে ভিয়েতনাম হতে লং লাইনার প্রকৃতির ০১ (এক)টি এবং পার্স সেইনার প্রকৃতির ০১ (এক)টি ফিশিং বোট আমদানির জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।	গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথমে সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের ২০০ টি উপজেলায় মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের চর এলাকায় মহিষ খামার স্থাপনের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই সমাপ্ত হয়েছে।	বেসরকারি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ফি'র পরিমাণ কমাতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৮.	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বর্তমানে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৫০০ টি প্রডিউসারস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত এ সকল প্রডিউসারস গ্রুপের ৬৫,২৫০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকস এবং ইনপুট সরবরাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় Agricultural Innovation Fund এর মাধ্যমে নির্বাচিত ১,২৭০ টি কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপকে ম্যাচিং গ্র্যান্ট ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	ভোলার চর এলাকা এবং সুনামগঞ্জে মহিষ খামার স্থাপনের জন্য নতুন প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯.	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বর্তমানে Meat Processing প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ হতে মালদ্বীপ ও কুয়েতে Black Bengal Goat-এর হালাল মাংস রপ্তানি করছে। ছাগলের মাংস রপ্তানির প্রধান বাধা পিপিআর রোগ দূরীকরণে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাস ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সিমেন এক্সটেন্ডার নির্বাচন, সঠিক প্রজননের সময় নির্বাচন, মানসম্পন্ন হিমায়িত বীজ উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও ফলাফল মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সাথে অন্যান্য বিদেশী জাতের ছাগলের সংকরায়ন রোধকল্পে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রচার প্রচারণাসহ খামারী মাঠ দিবস পরিচালিত হচ্ছে।	Black Bengal Goat-এর উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য বিএলআরআই প্রয়োজনীয় গবেষণা শুরু করবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই

১০.	বিদেশে প্রচুর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বর্তমানে ৩ টি সরকারি ভেড়ার খামার পরিচালিত হচ্ছে এবং এ সকল খামার হতে আগ্রহী খামারিগণের মাঝে হ্রাসকৃত মূল্যে ভেড়া বিতরণ করা হয়ে থাকে। ভেড়া ও ভেড়ার মাংসের উপকারিতা জনপ্রিয় করার জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের লক্ষে TV tiller/TVC তৈরীর জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, ভেড়ার মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক "ভেড়ার জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ " শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়ন কাজ চলমান আছে।	(ক) ভেড়া ও মাংসের উপকারিতা জনপ্রিয় করার জন্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) সকল ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১.	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে মালয়েশিয়ায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে নভেম্বর, ২০২২ মাস পর্যন্ত মোট ০১.৩৯ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৩৫৮.৪৫ মে.টন কাঁকড়া এবং ০.০১৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার মূল্যের ৩.২৫ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। • চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০২২ মাস পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ১৭.৭৬ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৩,৪৮৫.৪৬ মে.টন কাঁকড়া এবং ৪.১৭ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১,১৬৯.১৭ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। • বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ৪২.১২ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৭,৭২৯.৯৯ মে.টন কাঁকড়া এবং ১৩.৫৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার মূল্যের ২,৮৭১.৫৪ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। • গণচীনের General Administration of China Customs (GACC) কর্তৃক বাংলাদেশের ১৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে চীনে জীবিত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানির অনুমতি প্রদান করেছে। ১৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চীনে কাঁকড়া, কুঁচিয়া রপ্তানি হচ্ছে। • কাঁকড়া, কুঁচিয়া রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণচীনের GACC কর্তৃপক্ষের রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের তালিকা চায়না প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • বন বিভাগ কর্তৃক সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকা হতে কাঁকড়া আহরণের ছাড়পত্র (NOC) প্রদান করা হয়ে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তর হতে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রাপ্তির পর কাঁকড়া রপ্তানি হয়ে থাকে। কুঁচিয়া আহরণ ও রপ্তানির বিষয়ে বন বিভাগের কোন প্রকার আইনগত নিয়ন্ত্রণ নেই। মৎস্য অধিদপ্তর হতে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রাপ্তির পর কুচিয়া রপ্তানি হয়ে থাকে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ''বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ'' শীর্ষক ১টি উন্নয়ন প্রকল্প ইনস্টিটিউট কর্তৃক জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শামুক ও ঝিনুকের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও, ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে-যা কাঁকড়া চাষ, সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। মাঠ পর্যায়ে এসব অপ্রচলিত প্রজাতির চাষাবাদ বৃদ্ধির ফলে রপ্তানি আয় বাড়বে।	(ক) কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) ঝিনুক নিয়ে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট-কে গবেষণার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) কুচিয়া চাষ বৃদ্ধির লক্ষে সার্ভে করে তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
১২.	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের নভেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৮ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৬ কোটি ২১	ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস)/

	হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।	লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুনঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ হতে নভেম্বর/২০২২ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৮ কোটি ১১ লক্ষ ০২ হাজার ০৬ শত ৭৯ টাকা। আদায়ের হার ৭৯%। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তদারকি অব্যাহত আছে।	বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৩.	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ▪ মাছে ফরমালিনের মিশ্রন রোধে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ৯৮৩ টি অভিযান, ৪০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ৪২৫টি গণসচেতনতা সভা, ১৫৮৭ বার হাটবাজার পরিদর্শন,০৪টি মামলা দায়ের এবং ০.১১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ▪ মৎস্য খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণরোধে ২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর, ২০২২ মাস পর্যন্ত ৫৪৪টি অভিযান, ১০২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ০.২৭৫ মে.টন মৎস্য খাদ্য প্রত্যাহার/ বিনষ্টকরণ, ৩টি নিয়মিত মামলা দায়ের, ১৯টি লাইসেন্স বাতিল/ স্থগিত, এবং ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ▪ খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রণের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের নভেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত ১,৩১৩টি সভা/সেমিনার, স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে ৩২০টি বিজ্ঞাপন, ৪৪টি টিভি/রেডিও বিজ্ঞাপন প্রদান এবং ১৩টি টক শো আয়োজন করা হয়েছে। ▪ মাঠপর্যায়ে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন সংক্রান্ত নজরদারির স্বার্থে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের নভেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত ২৬৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে, যা ফরমালিনসহ খাদ্যে অনান্য ভেজাল মিশ্রণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করছে। ▪ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রন গবেষণাগার ও প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগারে সম্মিলিতভাবে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের নভেম্বর/২২ মাস পর্যন্ত মোট ২০৫০টি নমুনার ৫৯৬৮টি পুষ্টি উপাদান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।	মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে এবং মৎস্য ও পশুখাদ্যে ভেজাল রোধে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৪.	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০২২ তারিখের ২৯৮ নং স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ১০১ (একশত এক)টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং রাজস্বখাতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১,৭৩৭ (এক হাজার সাতশত সাঁইত্রিশ)টি পদসহ মোট ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ)টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।	পদ সৃজনের পরবর্তী কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১৫.	বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ক) "বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খ) Documentary প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী ৩০/১১/২০২২ ইং তারিখের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে।	ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মুক্তা উৎপাদন করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই /মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

১৬.	কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহিত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, গবেষণায় দেখা যায় যে প্রাকৃতিক মুক্তায় যেহেতু কোন ধরণের Post harvest treatment করা হয় না তাই খোলা অবস্থায় বাতাসের সংস্পর্শে এর উপরের Luster এবং Pearly Layer ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায় কিন্তু উৎপাদিত মুক্তাকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (৪০°সে.), অতি উজ্জল আলো (১১০০০ Lux), নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রবণে, বিভিন্ন সময় ব্যাপী treatment করে মুক্তার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই / মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
১৭.	ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে নীলফামারী, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণাসহ দেশের মোট ৪১টি জেলার ৯০টি উপজেলায় চাষীরা চ্যাপ্টা মুক্তা চাষ করছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই / মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
১৮.	উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ইতোমধ্যেই ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৭ বছর মেয়াদী ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার বৃদ্ধিকরণ এবং রং প্রমিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।	ডিপিপি অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান এবং নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই / মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান-কে শতভাগ বাস্তবায়ন মর্মে প্রতিবেদন দিতে হবে। এরুপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

৫। বিগত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্রঃনং	আলোচ্যসূচি	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	বাস্তবায়নে
১	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	বর্ণিত পদ সৃজনের পরবর্তী কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০২২ তারিখের ২৯৮ নং স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ১০১ (একশত এক) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং রাজস্বখাতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১,৭৩৭ (এক হাজার সাতশত সাঁইত্রিশ) টি পদসহ মোট ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ) টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
২	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো	ক) প্রান্তিক চিংড়ি চাষিকে এক অংক বিশিষ্ট সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) চিংড়ি সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষিদের ঋণ প্রদানের শর্তসমূহ সহজীকরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ বাস্তবায়ন নীতিমালায় অর্ন্তভূক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

	সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	খ) উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার/ পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। গ) জরুরিভিত্তিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করতে হবে।	খ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে মৎস্য অধিদপ্তর হতে ০৭/১০/১৯ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে অগ্রগতি জানানোর জন্য গত ১২/১১/২০১৯ তারিখে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি বিধায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পুনরায় ২৯/০৮/২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গ) ২৮/০১/২০২০ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট বর্তমান এসএমইগুলো কী কী এবং এসএমই শিল্প ঘোষণা করার পূর্ব শর্ত কী সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করে সহায়তা করার জন্য চেয়ারপার্সন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনকে ২৯/০৮/২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, **NRCP** - এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	ক) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার ১৩৬টি পদ সৃজনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার ও পুর্নবিন্যাস প্রস্তাবে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। খ) অর্থ বিভাগের প্রবিধি-৩ অধিশাখা হতে ০১/০২/২০১৬ তারিখের ১০ নং স্মারকের পত্রে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	টেকসইভিত্তিক জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন''।	ক) ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী করে তোলা ও আপদকালীন জীবিকা পরিচালনা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সহায়ক তহবিল গঠনের নিমিত্ত 'আমার বাড়ী, আমার খামার' প্রকল্পে অনুসৃত মডেলের অনুরূপ প্রাথমিকভাবে সরকারি অনুদানভিত্তিক ''ইলিশ উন্নয়ন ফান্ড'' গঠনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আরো পরীক্ষা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ইতোমধ্যে গঠিত ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্ট শব্দটির পরিবর্তে ফান্ড শব্দটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। খ) বিধিমালা প্রণয়ন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • "ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল" শিরোনামের একটি আবর্তক তহবিল গঠন করা হয়েছে। • "আবর্তক তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা" এর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং "ট্রাষ্ট ফান্ড" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। • ৬ জেলার ১৫ উপজেলার ইলিশ সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিত ৩১৭ জন কমিউনিটি ফিসগার্ডকে জনপ্রতি ১ হাজার টাকা করে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৫.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ মোতাবেক	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/

	আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ নিষিদ্ধ আছে। আইন বাস্তবায়নে অভিযান/ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬.	রুইজাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	ক) মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (Genetic purity) অক্ষুন্ন রাখতে হালদা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ০৩/১২/১৬ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ২৩টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী Action Plan প্রস্তুত করা হয় এবং অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ০১/০২/২০১৭ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। • বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণার সরকারি সিদ্ধান্ত হওয়ায় হালদা নিয়ে নতুন করে কর্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ বাস্তবায়ন কমিটি" চট্টগ্রাম (২৯ সদস্য) ও খাগড়াছড়ি (২১ সদস্য) গঠন করা হয়েছে। • 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	মৎস্য খাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	ক) মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে, বিশেষতঃ মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আমিষের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সয়াবিন ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সভার আলোচনা মোতাবেক পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সয়াবিন মিল রপ্তানি বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৮.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান।	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সমঝোতা স্মারকের প্রয়োজন নেই মর্মে বিষয়টি নথিভুক্ত করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৬। নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছেঃ

১.	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিতকরণ;

২.	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি;
৩.	মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা;
৪.	গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রদর্শনী চাষকরণ;
৫.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ;
৬.	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সকলকে একসাথে কাজকরণ;
৭.	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজন;
৮.	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করা;
৯.	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা;
১০.	দেশের জেলা শহরের পুকুর/ জলাশয়গুলো উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের শর্তাবলী প্রতিপালনসহ একটি যথাযথ দলিল প্রণয়ন করে স্বল্প মেয়াদে যথোপযুক্ত শর্ত আরোপসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় লিজ দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে পুনঃখনন করে মৎস্য চাষ উপযোগী করে গড়ে তুলা।
১১.	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নিদির্ষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করা।

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৬/০৩/২৬

(ড. নাহিদ রশীদ)
সচিব

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি বাস্তবায়নের উপর এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৯/১২/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও অফিস ঠিকানা	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	শ্যামল চন্দ্র কর্মকার অতি: সচিব, মওপ্রাম		
২.	ড. টি.এম. মোস্তফা কামাল অতিরিক্ত সচিব		
৩.	ড. মো: মফিজুর রহমান যুগ্ম সচিব		
৪.	মো: হামিদুর রহমান যুগ্মসচিব		
৫.	নীলুফা আক্তার, যুগ্মসচিব		২৯/১২/২২
৬.	কাহীনা ফেরদৌসী, যুগ্মসচিব	01797499730	২৯/১২/২০২২
৭.	মো: আবদুর রহমান, উপসচিব	01712582323	২৯/১২/২২
৮.	মৃনাল কান্তি দে, উপসচিব	01716-658992	২৯.১২.২০২২
৯.	মোঃ হেমায়েত হোসেন যুগ্মসচিব	01712-721075	২৯/১২/২০২২
১০.	মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান যুগ্ম সচিব	০১৭৫৮৫৪৫৬৮৮	২৯/১২/২০২২
১১.	নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ যুগ্ম সচিব	০১৭১৯৬৭৭৭২৫	২৯/১২/২০২২
১২.	কাজী আশরাফ উদ্দীন (Addl Secy) চেয়ারম্যান, BFDC	01716-033-428	29/12/22
১৩.	ডাঃ [illegible] হক মহাপরিচালক (চ.দা.) DoF	01712568959	২৯/১২/২০২২
১৪.			
১৫.			
১৬.			
১৭.			